সৌহার্দ্য II বার্তা

স্ট্রেংদেনিং হাউজহোল্ড এবিলিটি টু রেসপন্ড টু ডেভেলপমেন্ট অপোর্চুনিটিস

একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা ● ভলিউম ২ ● সংখ্যা ২ ● জুলাই ২০১৩

চীফ অব পার্টির বার্তা

আমাদের এবারের বিষয়বস্তু হচ্ছে 'সুশাসন' এবং আমরা এই সংখ্যায় সৌহার্দ্য II কর্মসূচির 'সুশাসন প্রক্রিয়া' সম্পর্কিত যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। 'শাসন' বা 'সুশাসন প্রক্রিয়া' এই ধারণাটি সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ববোধকে ঘিরেই আবর্তিত– যা সাধারণ জনগণকে সেবা দেয়ার জন্য, শুধুমাত্র সমাজের কিছু বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য নয়। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির খাদ্য ও জীবিকা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভূমিকাকে সৌহার্দ্য II কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে এবং একইসাথে তাদের কার্যক্রমকে জনগণের কাছে দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে সৌহার্দ্য II বিভিন্ন কার্যক্রমও পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও প্রস্তুতিতে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমাদের কমিউনিটি, পার্টনার সংস্থাসমূহ এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আশা করছি, নিউজলেটারের এই সংখ্যাটি পড়তে আপনাদের ভাল লাগবে।

শুভেচ্ছান্তে,

মার্ক নসবাহ্

ছবি © কেয়ার

গ্রাম উন্নয়ন কমিটিঃ দরিদ্রদের অন্তর্ভূক্তিতে দারিদ্র দূরীকরণে এক অনন্য উপায়

সুশাসন ব্যবস্থা যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ– এ সকল নিশ্চিত করা ব্যতিত কার্যকরী দারিদ্রতা দূরীকরণ প্রক্রিয়া কখনই সফল করা সম্ভব নয়। সুশাসন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য II কর্মসূচিতে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। প্রতিটি কর্ম এলাকায় গ্রামের অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠির উন্নয়নে, গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় করা হয়, যাতে বিচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম পরিচালিত না হয়ে সমন্বিতভাবে এলাকার উন্নয়নের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। চিত্র–১ এর মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে এলাকার জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূর করার ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য II কর্মসূচির সার্বিক লক্ষ্য পূরণের প্রত্যাশা করা হয়।

কেয়ার বাংলাদেশের সুশাসন এ্যাপ্রোচ স্থানীয় অপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাসমূহকে নির্দিষ্ট করেই গঠিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সৌহার্দ্য II কর্মসূচি ভিডিসি স্থাপনের মাধ্যমে এক সফল দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। এখানে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির ১১ জন সদস্যদের মধ্যে ৫ জন মহিলা সদস্য বাধ্যতামূলক। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী অধিদপ্তরসমূহ (এনবিডি) এবং স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় ইতিমধ্যেই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ও টেকসই সংস্থা হিসাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কাজ করে এমন বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনসমূহ যেমন– একতা, কৃষি, খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কার্যক্রম– এদের ক্ষেত্রে ভিডিসি অনেকটা ছাতার মত কাজ করছে। সৌহার্দ্য II কর্মসূচি এলাকার চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তনসাধনকারী হিসেবে ভিডিসি–কে 'উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি' হিসেবে বিবেচনা করে। এলাকার জনগণের যে সকল সমস্যা রয়েছে কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যানের (CAP) মাধ্যমে ভিডিসি সেগুলোকে চিহ্নিত করে সমাধানে সচেষ্ট হয়। সৌহার্দ্য II কর্মসূচির কর্মীগণ ভিডিসি সদস্যদের এই সব বিষয়ে দক্ষতা বাড়াতে এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

USAID আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
care

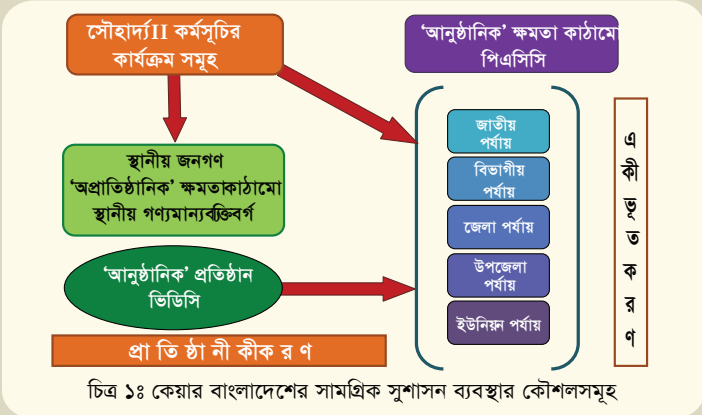

চিত্র ১ঃ কেয়ার বাংলাদেশের সামগ্রিক সুশাসন ব্যবস্থার কৌশলসমূহ

(১ম পৃষ্ঠার পর) ইউনিয়ন পরিষদকে তাদের বাজেটে কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য এ্যাডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি ভিডিসিসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে কিছু কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদ তাদের বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করেছে। সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ তাদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মাটির রাস্তা উন্নয়ন, টিউবওয়েল এবং পায়খানা স্থাপন বাবদ মোট ৩,৭৯,০০০ (৪,৮৫৮ ইউএস ডলার) টাকা বরাদ্দ করেছিল।

প্রোগ্রাম এ্যাডভাইজরী এন্ড কোঅর্ডিনেশন কমিটি (পিএসিসি)

বাংলাদেশ সরকারের সাথে কেয়ার বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব আরো জোরদার করতে সৌহার্দ্য II কর্মসূচি সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে (জাতীয় পর্যায়ে ১টি, বিভাগীয় পর্যায়ে ৪টি, জেলা পর্যায়ে ১১টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩০টি) প্রোগ্রাম এ্যাডভাইজরী এন্ড কোঅর্ডিনেশন কমিটি বা কর্মসূচি উপদেষ্টা ও সমন্বয় পরিষদ গঠন করেছে। প্রতিটি পিএসিসি– এর সাথে সংশ্লিষ্ট আছে ১৪টি মন্ত্রণালয় সহ সরকারী বিভাগ ও অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রতিটি পর্যায়ের পিএসিসি নিয়মিতভাবে যৌথ সভা, অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কার্যএলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে কেয়ার বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সৌহার্দ্য কার্যক্রমের সাফল্যের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত হলো– জাতীয় পর্যায়ের পিএসিসিকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম সমূহকে নির্দিষ্ট করার জন্য ২০০৮ সালে প্রজ্ঞাপন জারি করা। এই পদক্ষেপের প্রভাব সারা দেশেই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মাঠের সাফল্য কাহিনীঃ উদ্ভাবনীর কৌশল প্রয়োগে অধিক মুনাফা অর্জন

নিজস্ব উদ্ভাবনী কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে পরবর্তীতে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জনের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সৌহার্দ্য II কর্মসূচির একজন কমিউনিটি এগ্রিকালচারাল ভলান্টিয়ার আজিজুল ইসলাম (৩৪)। আজিজুল ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার কুতুরা গ্রামে বাস করেন।

ভলান্টিয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সে কৃষিকাজের সাথেও যুক্ত। সৌহার্দ্য II কর্মসূচিতে যোগদানের পর বিভিন্ন উন্নত কৌশলসমূহ সে তার কৃষিকাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজিজুল তার ১৫ শতক জমিতে উচ্চফলনশীল জাতের টমেটোর চাষ করে এবং ২৭০ কেজি টমেটো উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। আজিজুল স্থানীয় বাজারে টমেটো বিক্রি করতে গিয়ে দেখেন যে, উৎপাদন মৌসুমকালে টমেটোর সরবরাহ অধিক থাকায় টমেটোর বাজার দাম কেজি প্রতি মাত্র তিন টাকা। টমেটোর অধিক সরবরাহের কারণে সম্ভাব্য 'মুনাফা ক্ষতি' হওয়ার ভাবনায় আজিজুল তার উৎপাদিত টমেটো সংরক্ষণ করে তিন মাস পরে বিক্রি করার পরিকল্পনা নেয় যাতে সে অধিক মুনাফা লাভ করতে পারে।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আজিজুল গাছ থেকে টমেটোগুলো একটু বোঁটা সহ থোকা ধরে তুলে আনেন এবং সহনীয় রৌদ্রতাপে দুই থেকে তিন ঘন্টা রাখেন যাতে বোঁটাগুলো একটু শুকিয়ে আসে। এরপর ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এই টমেটোগুলো চিকন রশির সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখেন। প্রাথমিক অবস্থায় আজিজুল ২০দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে যখন দেখেন যে টমেটোগুলো ভালো আছে তখন আরো ৮৫দিন পর্যন্ত সেগুলো সংরক্ষণ করেন। এই পদ্ধতিতে আজিজুল ৩২০ কেজি টমেটো সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন। আড়াই মাস পরে ১৬০ কেজি টমেটো কেজি প্রতি ২০ টাকা দরে সে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। ১,২০০ টাকা ব্যয় করে আজিজুল সর্বমোট ৭,০০০ টাকা আয় করতে সক্ষম হন। সংরক্ষণ পরবর্তীকালে টমেটোর গুনাগুণ প্রায় উৎপ সময়কালের মতই বিদ্যমান ছিল।

নিজস্ব উদ্ভাবনের সাথে আজিজুল

পরবর্তীতে আজিজুল তার এই কৌশল ও অভিজ্ঞতা এলাকার অন্য কৃষকদের জানায়। অতি দ্রুত তার এই সাফল্যের কাহিনী এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় কৃষকসহ, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কর্মীগণ, বীজ বিপণন কর্মচারীবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকারী কৃষি কর্মকর্তা আজিজুলের বাড়ীতে তার এই অভিনব টমেটো সংরক্ষণ পদ্ধতি দেখে অভিভূত হন। আজিজুল প্রতিজ্ঞা করেন যে, আগামী মৌসুমে টমেটো আবাদকালে সে অন্তত ১০ জন কৃষককে তার এই কৌশল শেখাবে এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে অন্যান্যরাও তার এই কৌশল ব্যবহার করে টমেটো সংরক্ষণ করবে।

‘খাসজমিতে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির অভিগম্যতা’– শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

মিজ জেমি টার্জি, কান্ট্রি ডিরেক্টর, কেয়ার বাংলাদেশ তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করছেন

কেয়ার বাংলাদেশ এর সৌহার্দ্য II ও এফএসইউপি–এইচ কর্মসূচির যৌথ উদ্যোগে গত ১ জুন ২০১৩ তারিখে ঢাকার একটি স্থানীয় হোটেলে “খাস জমিতে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির অভিগম্যতাঃ বিদ্যমান বাধাঁসমূহ ও উত্তরণে করণীয়”– শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ রেজাউল করিম হীরা। বিশেষ অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম।

উক্ত অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জনাব মেসবাহ্ কামাল। অনুষ্ঠানের শুরুতে আলোচনার বিষয়বস্তু এবং এর প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত করে সূচনা বক্তব্য রাখেন কেয়ার বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিজ জেমি টার্জি। মিজ টার্জি তার বক্তব্যে বলেন যে, কেয়ার বাংলাদেশের কাজ করার ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে খাস জমিতে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির অভিগম্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টি সব সময়ই গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই লক্ষ্যে সরকারের কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কেয়ার বাংলাদেশ সব সময়ই সহায়কের ভূমিকা পালন করে আসছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় ভূমি মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন যে, বাংলাদেশ সরকার সব সময়ই খাস জমিতে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির অভিগম্যতা বিষয়টি নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। এই বিষয় সংক্রান্ত নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে ভূমিদস্যুদের প্রতিহত করার বিষয়টিতেও তিনি আলোকপাত করেন। আইন প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে খাস জমির অবৈধ দখলের বিষয়টিকে আমাদের গুরুত্ব সহকারে মোকাবেলা করা প্রয়োজন, যাতে করে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের এই খাস জমিতে অভিগম্যতা বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

অনুষ্ঠানে মূল সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বৈশাখী টেলিভিশনের বার্তা প্রধান ও সিইও জনাব মনজুরুল আহ্সান বুলবুল। সৌহার্দ্য II কর্মসূচির চীফ অব পার্টি মিঃ মার্ক নসবাহ, এফএসইউপি–এইচ কর্মসূচির টিম লিডার জনাব মাসুদ আলম খান সহ এই গোলটেবিল বৈঠকে বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমের সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

–(বিস্তারিত জানতে লগ ইন করুন: www.carebangladesh.org/shouhardoII)

ময়মনসিংহে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কেয়ার বাংলাদেশ এর সৌহার্দ্য II ও এফএসইউপি-এইচ কর্মসূচির যৌথ উদ্যোগে ময়মনসিংহে গত ১৮ মে ২০১৩ তারিখে দিনব্যাপী “বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিদ্যমান বাধাঁসমূহ ও উত্তরণে করণীয়”– শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের বাধাঁসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা হতে উত্তরণে সম্ভাব্য করণীয় বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করা। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রফিকুল হক, উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সূচনা বক্তব্য রাখেন সৌহার্দ্য II কর্মসূচির ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মিজ সাজেদা বেগম।

উল্লেখিত বিষয়ের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ ওয়াকিলুর রহমান। তিনি তার প্রবন্ধে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ ও এর বাস্তবায়নের বাধাঁসমূহ তুলে ধরেন। মূল প্রবন্ধের ওপর কর্মশালায় উপস্থিত প্যানেল আলোচকরা তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কামরুজ্জামান মিঞা বলেন যে, এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারেরও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তবে সরকার এই সকল বাধাঁসমূহ উত্তরণে খুবই সচেষ্ট। কর্মশালায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সৌহার্দ্য II কর্মসূচির নলেজ ম্যানেজমেন্ট কোঅর্ডিনেটর জনাব মনজুর রশীদ।

–(বিস্তারিত জানতে লগ ইন করুন: www.carebangladesh.org/shouhardoII)

দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবকদের সমাবেশ অনুষ্ঠান

একজন স্বেচ্ছাসেবক মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে সামগ্রীসমূহ গ্রহণ করছেন

বিগত জুন মাসে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্বরপুর ও দিরাই উপজেলাতে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবকদের দুইটি সমাবেশ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান দুইটি আয়োজনের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলার সামগ্রীসমূহ তাদের মাঝে বিতরণ করাই ছিল এই সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব মতিউর রহমান ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সহ এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এ পর্যন্ত অর্জিত উল্লেখযোগ্য অর্জন

সৌহার্দ্য II কর্মসূচি এলাকায় মোট ১,৫৫৭টি ভিডিসি গ্রুপ কাজ করছে

সৌহার্দ্য II কর্মসূচিতে ভিডিসি'র সদস্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৭,১২৭ জন

ভিডিসি'র সদস্যগণ নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং সংস্থা উন্নয়ন এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন

ভিডিসি'র সদস্যগণ সিটিজেন চার্টার এবং দায়িত্ববোধের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন

ছবি © কেয়ার

উপদেষ্টামন্ডলী : মার্ক নসবাহ্, মঞ্জু মোরশেদ এবং জুবাইদুর রহমান

সম্পাদনায় : মনজুর রশীদ

উপকরণ উন্নয়ন এবং সমন্বয়করণ : মারিয়াম উল মুতাহারা এবং মান্নান মজুমদার

প্রকাশনায় : সৌহার্দ্য II কর্মসূচি, কেয়ার বাংলাদেশ

প্রগতি ইনসিওরেন্স ভবন, ২০-২১, কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৫, বাংলাদেশ

ই-মেইল : info@bd.care.org; ওয়েবসাইট : www.carebangladesh.org/shouhardoII

"এই প্রকাশনাটি ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)– এর মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের সহযোগিতায় নির্মিত। এই প্রকাশনার সকল তথ্য/ বিষয়াদির দায়ভার কেয়ার বাংলাদেশ-এর, এতে ইউএসএআইডি বা আমেরিকান সরকারের মতামতের প্রতিফলন নাও থাকতে পারে।"